উপজেলা / সার্কেল অফিসের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the Performance of the Upazila/Circle Office)

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বী কার্য। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০ অনুযায়ী দেশের মোট জিডিপি 'র ৩.৫২ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপি 'র এক - চতুর্থাংশের বেশি (২৬.৩৭ শতাংশ) মৎস্যখাতের অবদান। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ ভাগ আসে মাছ থেকে। বিগত তিন অর্থবছরে (২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০) মোট মৎস্য উৎপাদন ছিল ৪২.৭৭, ৪৩.৮৪ ও ৪৫.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন। এছাড়া বিগত তিন অর্থবছরে ৬৮৯৩৫.৪৫, ৭৩১৭১.৩২ ও ৭০৯৪৫.৩৯ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে যথাক্রমে ৪৩০৯.৯৪, ৪২৫০.৩১ ও ৪০৮৮.৯৬ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদন ও বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে যথাক্রমে ৩য় ও ৫ম স্থান অধিকার করেছে (এফএও, ২০২০)। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির হারে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়(এফএও, ২০২০)।

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান অর্জনসমূহ:

- উপজেলার বিভিন্ন জলাশয়ে ০.৩৩ মেট্রিক টন পোনা অবমুক্তকরণ;
- মৎস্যজীবী/সুফলভোগীদের জলাশয় ব্যবস্থাপনা /আইন প্রতিপালন বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি / উদ্বুদ্ধকরণ সভা ০১ টি ;
- মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে আইন বাস্তবায়ন ০৮টি ;
- উপজেলার মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে সচেতনতা বাড়া তে ০৩ টি মাঠ দিবস /মত বিনিময় সভা /সচেতনতা মূলক সভা/পরামর্শ দিবস, ০১টি মৎস্য মেলা/উদ্ভাবনী মেলা/মৎস্যচাষি র্যাঙ্কলি আয়োজন;
- মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে ৮০ জন মৎস্য খামারীর পুকুর/জলাশয় পরিদর্শন ও পরামর্শ সেবা প্রদান;
- দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলার ৮০ জন মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবীসহ অন্যান্য সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং
- মেঘনা উপজেলার বিভিন্ন মৎস্য খাদ্য ও উপকরণ ব্যবস্থাপনার গুণগত মান যাচাইয়ের জন্য- ৩ টি প্রদানকৃত/ নবায়নকৃত মৎস্যখাদ্য সংক্রান্ত লাইসেন্স এবং ২ টি পরীক্ষিত মৎস্য খাদ্য নমুনা কুমিল্লা জেলা মৎস্য দপ্তরে প্রেরণ।